শিশুদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বরাবর
স্মারকলিপি

মাননীয় মন্ত্রী,

১৯৮৯ এ প্রণীত শিশু অধিকার সনদটি (সিআরসি) শিশুর জীবন, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয়, বেঁচে থাকা এবং উন্নয়নসহ শিশুদের অধিকারের একটি রূপরেখা। আর বাংলাদেশ এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি যারা প্রথম ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে সিআরসি অনুমোদন করেছিল, যা শিশুদের অধিকারের প্রতি দেশের প্রাথমিক অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।

সম্প্রতি ২৮শে আগস্ট ২০২৩, জাতিসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে, যা জলবায়ু সংকটে শিশুদের সুরক্ষার জন্য সরকারকে একটি পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই পরিবেশে শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। যে দেশগুলি জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) অনুমোদন করেছে তাদের জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলিতে স্থানান্তর, বায়ুর গুণমান উন্নত করা, বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার দিকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

পরিবেশগত বিবেচনায়, ঢাকা সবচেয়ে দূষিত বিভাগ। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত, ঢাকা বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত শহর হিসাবে পরিচিত হয় এবং এই শহরের জলবায়ু দিন দিন আরও দূষিত হচ্ছে। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, বিষাক্ত রাসায়নিক ও গ্যাসের নির্গমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলছে। এই পরিবর্তিত জলবায়ু শিশুদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শিক্ষা এবং সুস্থ্যতা হ্রাস করা সহ শিশুদের উন্নত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

ঢাকা শহরের বস্তিতে থাকা অনেক শিশু স্কুলে যায় না। আর দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হারও বেশী। ইউনিসেফ-এর প্রতিবেদন ২০১৯ এর তথ্যমতে, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধ্বংসী বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়গুলো, বাংলাদেশে ১ কোটি ৯০ লাখের বেশি শিশুর জীবন ও ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ফেলছে। আবার তারা কঠিন কাজে যুক্ত হচ্ছে। এতে একটি অদক্ষ শ্রমবাজার গড়ে উঠছে। ঢাকা ও আশপাশের বস্তিতে বসবাস করা বেশির ভাগ শিশু ট্যানারি, লঞ্চ ইয়ার্ড, দরজির দোকান এবং অটোমোবাইল কারখানায় কাজ করে। অনেকে ফল ও সবজির বাজারে মাল টানা এবং বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট কিংবা রেলস্টেশনে কুলির কাজ করে। তারা দুর্যোগপ্রবণ বিভিন্ন জেলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে প্রায় ১৭ লাখ শিশু নিষিদ্ধ ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। তাদের প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের বয়স ১১ বছর কিংবা তারও কম। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ জুলাই ২০২২)। এই শিশুরা যদি ঠিকমতো পড়াশোনার সুযোগ এবং উন্নত জীবনের সুযোগ পায়, তাহলে তাদের বিকাশ আরও ভালো হতো।

শিশুদের ভবিষ্যৎ মেঘাছন্ন করে দিচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। আজ আমরা শিশুরা এখানে মিলিত হয়েছি ঢাকা ও ঢাকার পার্শবর্তী এলাকা থেকে।

আমরা সুন্দর বাসযোগ্য ঢাকা শহর চাই, যেখানে আমরা নির্মল পরিবেশে থাকবো। আমাদের জন্য খেলার খোলা মাঠ নেই। আপনার কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের জন্য খেলার মাঠ তৈরী করুন, আমরা খোলা মাঠে খেলতে চাই। আমাদের জন্য সবুজ বেষ্টনী তৈরী করতে সাহায্য করুন। আমরা নতুন প্রজন্ম প্লাষ্টিকসহ অন্যান্য পরিবেশ বিধ্বংসী সকল প্রকার রাসায়নিক উপকরণ বর্জনের মাধ্যমে শুন্য কার্বন সমাজ অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সক্ষমতা তৈরির মাধ্যমে শিশুদের জন্য জলবায়ু সহনশীল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার-পরিছন্নতার সেবা নিশ্চিত করতে, আপনি আমাদের দিক নির্দেশনা দিন। আমরা আপনার প্রদর্শিত পথে চলতে অঙ্গীকার বদ্ধ। যেহেতু বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ, আমরা বিশ্বাস করি, জলবায়ু সংকটের মুখে শিশুদের সুরক্ষার জন্য সরকার পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই পরিবেশ তৈরির জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিবেন আমাদেরকে সাথে নিয়ে।